সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ ২০

যেসব শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করা যায় তাদের সমার্থক শব্দ বলে। কোন শব্দের অর্থ ভালভাবে বোঝার জন্য সমার্থক বা প্রতিশব্দ কাজে লাগে। একই অর্থবহ শব্দের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে, আকৃতি, ব্যঞ্জনা ও গাম্ভীর্যের দিকে এসব শব্দের পার্থক্য থাকে। ফলে যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপযোগী কোন্ শব্দটি সেটি বেছে নিতে হয়। মনের ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য সমার্থক শব্দ কাজ করে। সুন্দর প্রকাশভঙ্গির জন্য এদের বিশেষ উপযোগিতা আছে। সমার্থক শব্দ জানা থাকলে ভাষার সুন্দর ব্যবহার সম্ভব। সাহিত্য রচনায়, কবিতায় মিল দেওয়ায়, বক্তৃতা আকর্ষণীয় করার জন্য সমার্থক শব্দের অবদান থাকে। সমার্থক শব্দ শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে। প্রকাশভঙ্গির সুষ্ঠুতার জন্য শব্দ বাছাইয়ে সহায়তা করে সমার্থক শব্দ। গুরুচণ্ডালী দোষ স্খালনে সাহায্য পাওয়া যায় সমার্থক শব্দ থেকে।

কতকগুলো সমার্থক শব্দের নমুনা

আকাশ ঃ গগন, আসমান, নভঃ, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, শূন্য, দ্যুলোক, ছায়ালোক।

আগুন ঃ অগ্নি, অনল, বহ্নি, হুতাশন, পাবন, বৈশ্বানর, দহন, সর্বভূক।

অশ্ব ঃ ঘোড়া, বাজী, হয়, তুরঙ্গ, তুরগ, ঘোটক, তুরঙ্গম।

আঁধার ঃ অন্ধকার, তিমির, তমিস্রা, তমঃ।

অনঙ্গ ঃ মদন, ফুলশর, মনোজ, ফুলধনু, মনসিজ, কন্দর্প।

আনন্দ ঃ হর্ষ, পুলক, আহলাদ, সুখ, খুশি।

আদেশ ঃ আজ্ঞা, হুকুম, অনুমতি, অনুশাসন, উপদেশ, নির্দেশ।

অধিক ঃ অতিশয়, অতি, অতীব, অতিমাত্রা, বেশি, অনেক, অত্যন্ত, বহু।

ইচ্ছা ঃ সাধ, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায়, বাঞ্ছা, অভিলাষ, লালসা, স্পৃহা, অভিরুচি, খায়েশ।

ইতি ঃ শেষ, সমাপ্তি, পরিশেষ, অবসান, উপসংহার।

ঈশ্বর ঃ বিধাতা, ভগবান, ধাতা, খোদা, আল্লাহ, ইলাহি, জগন্নাথ, ঈশ, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, বিশ্বপতি, বিভু, পরমাত্মা, জগদীশ্বর, বিধি।

উগ্র ঃ প্রচণ্ড, নিষ্ঠুর, রূঢ়, কর্কশ, তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রবল, প্রকট।

উজ্জ্বল ঃ দীপ্তিমান, আলোকিত, উদ্ভাসিত, জ্যোতিষ্মান, প্রজ্জ্বলিত, শোভমান, দীপ্ত।

কেশ ঃ চুল, অলক, চিবুক, কুন্তল, কবী।

কিরণ ঃ প্রভাকর, রশ্মি, দীপ্তি, জ্যোতি, অংশু।

কুল ঃ বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, গণ, সমূহ, যুথ।

খর ঃ তীক্ষ্ণ, ধারাল, উগ্র, প্রখর, প্রবর, তীব্র, কর্কশ।

খারাপ ঃ মন্দ, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, বিকল, কু, বদ।

গৃহ	ঃ	ঘর, আবাস, আলয়, নিকেতন, বাড়ি, ভবন, সদন, আগার, বাটি, নিবাস, নিলয়।
ঘন	ঃ	ঘাঢ়, মেঘ, অভ্র, জলধর, মোটা জমাট, প্রবল, গভীর।
চন্দ্র	ঃ	চাঁদ, শুধাংশু, সুধাকর, শশাঙ্ক, শশধর, শশী, অংশুমালী, বিধু, নিশাকর, ইন্দু।
জল	ঃ	পানি, নীর, বারি, অম্বু, সলিল, অপ, উদক।
ধন	ঃ	অর্থ, সম্পদ, ঐশ্বর্য, বিত্ত, বিভব, সম্পত্তি।
নর	ঃ	মানুষ, মানব, মনুষ্য, জন, লোক, পুরুষ।
নদী	ঃ	তটিনী, গাঙ, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবালিনী, কলস্বিনী, কল্লোলিনী, স্রোতস্বতী।
নারী	ঃ	স্ত্রীজাতি, রমণী, বামা, রামা, কামিনী, মহিলা, ললনা, স্ত্রীলোক।
পর্বত	ঃ	পাহাড়, অচল, গিরি, ভূধর, শৈল, অদ্রি, নগ, শৃঙ্গী, শিখরী।
পদ্ম	ঃ	পঙ্কজ, কুবলয়, উৎপল, সরোজ, সরসিজ, শতদল, কমল, অরবিন্দ।
পাখি	ঃ	পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, খগ, গরুড়, বিহঙ্গম, খেচর।
পৃথিবী	ঃ	ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, বসুধা, ভূ, ভূমণ্ডল, অবনী, ক্ষিতি, মহী, বসুমতী, মেদিনী, জগৎ, মর্ত্য, বিশ্ব, অখিল, ভুবন, দুনিয়া।
ফুল	ঃ	পুষ্প, কুসুম, প্রসূন।
বন	ঃ	অরণ্য, জঙ্গল, অটবী, বিপিন, গহন, কুঞ্জ, বনানী।
বাতাস	ঃ	বায়ু, অনিল, পবন, সমীরণ, গন্ধবহ, প্রভঞ্জন।
বিদ্যুৎ	ঃ	বিজলী, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, দামিনী।
ভ্রমর	ঃ	মধুকর, মধুপ, অলি, ভৃঙ্গ।
মেঘ	ঃ	ঘন, জলধর, জীমুত, বারিদ, জলদ।
রাত	ঃ	রাত্র, নিশি, শর্বরী, কামিনী, রজনী, বিভাবরী, নিশা।
রাজা	ঃ	নৃপ, নৃপতি, নরপতি, ভূপতি, ভূপাল, নরেন্দ্র, অধিপতি।
সাগর	ঃ	সমুদ্র, রত্নাকর, জলধি, সিন্ধু, বারিধি, বারীশ, অর্ণব, পয়োধি।
সুন্দর	ঃ	মনোহর, মনোরম, শোভন, সুদৃশ্য, চারু, রমনীয়, রম্য।
সোনা	ঃ	স্বর্ণ, কনক, কাঞ্চন, হিরণ্য, সুবর্ণ।
সূর্য	ঃ	রবি, ভানু, ভাস্কর, আদিত্য, দিবাকর, তপন, দিনমান, মার্তণ্ড, অর্ব, সবিতা, প্রভাকর, সুর, বিভাবসু, মিহির, অরুণ।
সাপ	ঃ	সর্প, ফণী, ভুজঙ্গ, ভুজগ, অহি, পন্নগ, নাগ, উরগ, আশীবিষ।
স্ত্রী	ঃ	পত্নী, দার, বধূ, বউ, বণিতা, ভার্যা, জায়া, গৃহিণী, গিন্নী।

অনুশীলনী

১. নিচের শব্দগুলোর প্রত্যেকটির পাঁচটি করে সমার্থক শব্দ লেখ।
আগুন, চাঁদ, সাগর, সূর্য, পদ্ম।

২. রাত, রাজা, সাগর— এই শব্দগুলোর সমার্থক শব্দযোগে দুটি করে বাক্য রচনা কর।